

# ■■ সহীহ বুখারী (তাওহীদ পাবলিকেশন)

হাদিস নাম্বারঃ ১৯২

(كتاب الوضوء) উযু (8

পরিচ্ছেদঃ ৪/৪২. একবার মাথা মাসেহ করা।

بَابِ مَسْحِ الرَّأْسِ مَرَّةً.

### আরবী

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ شَهِدْتُ عَمْرَو بْنَ أَبِي حَسَنٍ سَأَلَ عَبْدَ اللّهِ بْنَ زَيْدٍ عَنْ وُضُوءِ النَّبِيّ، صلى الله عليه وسلم فَدَعَا بِتَوْرٍ مِنْ مَاءٍ، فَتَوَضَّأً لَهُمْ، فَكَفَأً عَلَى يَدَيْهِ فَغَسَلَهُمَا ثَلاَثًا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ، فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ، وَاسْتَنْثَرَ ثَلاَثًا بِثَلاثِ غَرَفَاتٍ مِنْ مَاءٍ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ، فَغَسَلَ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ مَرَّتَيْنِ الْإِنَاءِ، فَغَسَلَ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ، فَغَسَلَ يَدَيْهِ وَأَدْبَرَ بِهِمَا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ فَغَسَلَ رَجْلَيْهِ وَأَدْبَرَ بِهِمَا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ فَغَسَلَ رَجْلَيْهِ وَأَدْبَرَ بِهِمَا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ فَغَسَلَ رَجْلَيْهِ وَأَدْبَرَ بِهِمَا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ فَغَسَلَ رَجْلَيْهِ وَأَدْبَرَ بِهِمَا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ فَغَسَلَ رَجْلَيْهِ وَأَدْبَرَ بِهِمَا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ فَغَسَلَ رَجْلَيْهِ وَالْمَهُ مَرَّتَيْنِ مَنَ وَعُومَالَ وَحَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ مَسَحَ رَأْسَهُ مَرَّا اللهُ مَرَالَى عَلَيْهِ وَأَدْبَرَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ وَهُولَ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ فَغَسَلَ رَجْلَيْهِ وَقَوْسَلَ رَجْلَيْهِ وَلَوْمَالَ وَمَدَّ وَلَا مَسَحَ رَأْسَهُ مَرَّةً وَلَى مَسَحَ رَأُسُهُ مَرَّةً وَلَى مَسَحَ وَلَيْ الْمُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبُ قَالَ مَسَحَ رَأُسُهُ مَرَّةً وَالْمَا عَلَى مَسَعَ وَالْمَا عَلَيْنِ وَالْمَا عَلَى مَسَالَ رَجْلُكُ مَلَى مَلْهُ مَلَى اللهِ عَلَى مَسَلَ وَلَا مَلْمَ اللهِ عَلَى مَلْمَ اللهُ عَلَى مَلْمَ الْمَلْمُ عَلَى مَلْ اللهِ عَلَى مَلْمَ الله عليه عَلَى مَلْ عَلَى مَلْمَ الْمَلْ عَلَى اللهُ عَلَى مَلْمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله عليه عليه مَا الله عليه الله عليه مِنْ الله عليه على الله عليه على الله عليه على الله عليه المُعْلَى الله عليه عَلَى الله عليه عَلَى عَلَى الله عليه الله عليه عَ

#### বাংলা

১৯২. ইয়াহইয়া (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ 'আমি একদা 'আমর ইবনু আবূ হাসান (রাযি.)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। তিনি 'আবদুল্লাহ ইবনু যায়দ (রাযি.)-কে নবী সাল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর উযু সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন। অতঃপর তিনি পানির একটি পাত্র এনে তাঁদের উযু করে দেখালেন। তিনি পাত্রটি কাত করে উভয় হাতের উপর পানি ঢেলে তিনবার তা ধুয়ে ফেলেন। তারপর পাত্রের মধ্যে হাত ঢুকালেন এবং তিন খাবল পানি দিয়ে তিনবার করে কুলি করলেন এবং নাকে পানি দিয়ে তা ঝাড়লেন। অতঃপর পুনরায় পাত্রের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে তিনবার মুখমণ্ডল ধুলেন। অতঃপর পুনরায় পাত্রের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে উভয় হাত কনুই পর্যন্ত দু'-দু'বার ধুলেন। অতঃপর পুনরায় পাত্রের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে তাঁর মাথা হাত দিয়ে সামনে এবং পেছনে মাসেহ করলেন। তারপর আবার পাত্রের মধ্যে তাঁর হাত ঢুকিয়ে দুই পা ধুলেন।\* (আধুনিক প্রকাশনীঃ ১৮৬, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ ১৯১)

উহায়ব (রহ.) সূত্রে মূসা (রহ.) বর্ণনা করেন, মাথা একবার মাসেহ করেন। (১৮৫) (ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ ১৯২)

# **English**



Narrated `Amr bin Yahya, My father said, "I saw `Amr bin Abi Hasan asking `Abdullah bin Zaid about the ablution of the Prophet. `Abdullah bin Zaid asked for an earthenware pot containing water and performed ablution in front of them. He poured water over his hands and washed them thrice. Then he put his (right) hand in the pot and rinsed his mouth and washed his nose by putting water in it and then blowing it out thrice with three handfuls of water Again he put his hand in the water and washed his face thrice. After that he put his hand in the pot and washed his forearms up to the elbows twice and then again put his hand in the water and passed wet hands over his head by bringing them to the front and then to the back and once more he put his hand in the pot and washed his feet (up to the ankles.)" Narrated Wuhaib: That he (the Prophet (sallallahu 'alaihi wa sallam) in narration 191 above) had passed his wet hands on the head once only.

## ফুটনোট

\* ঘাড় মাসেহ করা বিদ'আত। নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে ঘাড় মাস্হ প্রমাণিত নয়। সহীহ্ মুসলিমের ভাষ্যকার ইমাম নাবাবী (রহঃ) একে বিদ'আত বলেছেন।

### হাদিসের শিক্ষা

### ওযুর সুনাত

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ওযূর ফরয বা আবশ্যক বিষয়গুলো ছাড়াও বেশ কিছু সুন্নাত বা মুস্তাহাব বিষয়ের প্রতি আলোকপাত করা হয়েছে অত্র হাদীসে। আমরা সেগুলোকে ওযূর সুন্নাত বলতে পারি। বিভিন্ন হাদীস থেকে ওযূর নিম্নলিখিত সুন্নাতসমূহ সাব্যস্ত হচ্ছে- (১) মিসওয়াক করা। (২) হাত কজি পর্যন্ত তিনবার ধৌত করা। (৩) কুলি ও নাকে পানি দেয়া। (৪) ঘন দাড়ি ও হাত-পায়ের আঙ্গুল খিলাল করা। (৫) ডান দিক থেকে শুরু করা। (৬) দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার ধৌত করা। (৭) কান ধোয়ার জন্য নতুন পানি গ্রহণ করা। (৮) ওযূর পরে দো'আ পড়া। (৯) ওযূর পরে দু' রাক'আত সালাত আদায় করা।

### হাদীসের শিক্ষা

- ১. কুলি ও নাকে পানি তিন তিনবার করে হবে, ভিন্ন ভিন্ন তিন অঞ্জলীর মাধ্যমে তা সম্পন্ন হবে।
- ২. পূর্ববর্তী হাদীসে এসেছে, হাত ধুতে হবে তিনবার করে, এ হাদীসে দেখা যাচ্ছে দু'বার করে। বুঝা গেল যে, এটাও সুন্নাত।



- ৩. এ হাদীসে এসেছে যে, "তারপর তিনি তাঁর হাতটি প্রবেশ করালেন, অতঃপর তা দিয়ে তাঁর চেহারা তিনবার ধৌত করলেন।" ইমাম নাওয়াওয়ী বলেন, এর দ্বারা বুঝা যায় যে, এক হাত দিয়ে মুখ ধোয়াই সুন্নাত। তবে অধিকাংশ মানুষ মনে করে যে, দু' হাতে পানি নেয়া মুস্তাহাব; যাতে করে তা দিয়ে মুখ পরিপূর্ণভাবে ধোয়া সহজ হয়।
- 8. এ হাদীসে মাথা মাসাহ পূর্ণ মাথায় হওয়ার বিষয়টি স্পষ্ট করা হয়েছে। কারণ বলা হয়েছে যে, "মাথার সম্মুখ দিক হতে শুরু করে দু' হাত পিছনের দিকে দিলেন, দু'হাতকে পুনরায় ফিরালেন সম্মুখের দিকে, এমন কি পৌঁছালেন যেখান থেকে শুরু করেছিলেন সেখানে।" সুতরাং বুঝা গেল যে, মাথা মাসাহ সম্পূর্ণ মাথার উপর হতে হবে।
- ৫. এ হাদীস ও পূর্বের হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, কুলি ও নাকে পানির জন্য এক হাত ব্যবহার করা হবে।
- ৬. এ হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, মাথা মাসাহ একবারই হবে। এটিই অধিকাংশ ফকীহের মত।
- ৭. এ হাদীসে পা ধোয়ার কথা বলা হয়নি। কারণ বর্ণনাকারী তা স্বতঃসিদ্ধ হিসেবে নিয়েছেন, ফলে বর্ণনা করা জরুরী মনে করেননি। কিন্তু কুরআন ও অন্যান্য হাদীস থেকে পা ধোয়ার বিষয়টি অকাট্যভাবে প্রমাণিত। এর বিপরীত শিয়াদের বক্তব্য ভ্রাক্ষেপযোগ্য নয়।
- ৮. এ হাদীস দ্বারা আরো বুঝা গেল যে, তিনবার ধৌত করা পরিপূর্ণ সুন্নাত হলেও এর চেয়ে কম বার ধৌত করলেও সেটার হক আদায় হয়ে যাবে।
- ৯. হাদীস থেকে আরো বুঝা যায় যে, মাথা মাসাহ সামনের দিক থেকে পিছনে যাবে, আবার পিছনের দিক থেকে সামনে আসবে। যদিও কোনো কোনো ফকীহ মনে করেন পিছন দিক থেকে মাথা মাসাহ শুরু করে সামনে আনা হবে আবার সামনের দিক থেকে শুরু করে পিছনে নেয়া হবে। কিন্তু বিশুদ্ধ পদ্ধতি হচ্ছে, হাতকে মাথার সামনের দিক থেকে শুরু করে পিছনের দিকে নিয়ে যাওয়া, তারপর আবার সামনে নিয়ে আসা।

হাদিসের মান: সহিহ (Sahih) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ তাওহীদ পাবলিকেশন 🛘 বর্ণনাকারীঃ ইয়াহইয়া (রহঃ)

👲 হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন